



228025 - নামাযেরে সজিদা সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে হওয়ার পর ভুলক্রমে সহু সজিদা না দিলে সে নামাযেরে হুকুম কী?

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্তির নামাযে সজিদা সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে হয়েছে। তিনি শাইখ বনি বাযেরে ফতোয়ার আলোকে একীনের (নিশ্চিতি জ্ঞানের) উপর নির্ভর করে অতিরিক্ত একটি সজিদা দিয়েছেন। সালাম ফরোনের পর আর কোন সহু সজিদা দেননি। তিনি মনে করছেন তাকে আর কোন সজিদা দিতে হবে না। তার নামায কী সহিহ হল?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তি নামাযেরে সজিদা সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড়ছেন; অর্থাৎ তিনি কী এক সজিদা দিয়েছেন; না দুই সজিদা দিয়েছেন এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান তাহলে তিনি একীনের (নিশ্চিতি জ্ঞানের) উপর নির্ভর করবেন। একীন হচ্ছে- ছোট সংখ্যাটি হিসাব করা। তাই তিনি শুধু একটি সজিদা দিয়েছেন ধরে নিয়ে দ্বিতীয় সজিদাটি আদায় করবেন। এরপর সালাম ফরোনের আগে সহু সজিদা দিয়ে নেয়া উত্তম। এটি শাইখ বনি বায (রহঃ) এর অভিমত।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন: “আর যদি সন্দেহটি নামাযেরে মধ্যে হয় তাহলে সে ব্যক্তি একীনের উপর নির্ভর করবে এবং সজিদাটি আদায় করবে। যদি সন্দেহে হয় এক সজিদা দিয়েছে, নাকি দুই সজিদা দিয়েছে তাহলে সে ব্যক্তি দ্বিতীয় সজিদাটি আদায় করবে। এটি প্রথম, কথিবা দ্বিতীয়, কথিবা তৃতীয় কথিবা চতুর্থ যে রাকাতের ক্ষেত্রে হোক না কেন। এরপর সালাম ফরোনের পূর্বে সহু সজিদা দিবে; যদি সালাম ফরোনের পরও দায়ে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে আগে দায়েই উত্তম”। [শাইখ বনি বাযেরে ফতোয়াসমগ্র (১১/৩০) থেকে সমাপ্ত]

আর কোন কোন আলমেরে মতে, নামাযেরে কোন রুকন আদায়ে সন্দেহে হওয়া নামাযেরে রাকাত সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে হওয়ার মত। যদি সন্দেহকারীর কাছে কোন একটি সম্ভাবনাকে অগ্রগণ্য মনে না হয় তাহলে সে ব্যক্তি একীনের উপর নির্ভর করবে; একীন হচ্ছে ছোট সংখ্যাটি হিসাব করা। এ অবস্থায় সে ব্যক্তি সালাম ফরোনের পূর্বে সহু সজিদা আদায় করবে।

আর যদি তার কাছে কোন একটি সম্ভাবনাকে অগ্রগণ্য মনে হয় তাহলে সে ব্যক্তি তার কাছে যে সম্ভাবনাটি অগ্রগণ্য মনে



হয় সটোর উপর নর্ভর করে নামায চালিয়ে যাবে এবং সালাম ফরানোর পূর্বে সহু সজিদা দবিবে।

মুরদাওয়া (রহঃ) বলেন:

“গ্রন্থকারের বক্তব্য: কারো কোন একটি রুকন ছুটে গেছে সন্দেহে হওয়া সবে রুকন আদৌ পালন না করার মত এটাই মাযহাবের অভিমত। মাযহাবের অধিকাংশ আলমে এ মতটি গ্রহণ করছেন। তাদের অনেকে এ মতটিকে অকাট্য বলছেন। কারো কারো মতে, এ মাসয়ালাটি কোন একটি রাকাত ছেড়ে দেয়ার মাসায়ালা সাথ কয়াসযোগ্য। তাই সবে ব্যক্তি নিশ্চিতি হওয়ার চেষ্টা করবে এবং প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবে।” [আল-ইনসাফ (২/১৫০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“যদি কারো কোন একটি রুকন ছুটে গেছে সন্দেহে হয় সটো কোন রুকন ছেড়ে দেয়ার মতই”। অর্থাৎ সবে ব্যক্তি যদি সন্দেহে করে যে, সবে ক রুকনটি আদায় করেছে নাকি আদায় করেনি তার হুকুম হবে যে ব্যক্তি আদৌ রুকনটি আদায় করেনি সবে ব্যক্তির হুকুমের মত। এর উদাহরণ হচ্ছে- কোন মুসল্লি দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর পর তার সন্দেহে হল সবে ক সজিদা দুইটা দিয়েছে নাকি একটা দিয়েছে...? কোন কিছু আদায় না-করার সন্দেহে ঐ কাজটি আদৌ না-করার মত। কারণ কোন কিছু না-করা নিয়ে যখন সন্দেহে হয় তখন সবে জনিসিরে মূল অবস্থা হচ্ছে— না-করা। কিন্তু তার যদি প্রবল ধারণা হয় যে, সবে রুকনটি আদায় করেছে তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী সবে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নীতিগতভাবে সবে রুকনটি আদায় করেছে ধরা হবে এবং তাকে এ রুকনটি পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যদি কেউ নামাযের সংখ্যা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব পড়ে তাহলে সবে ব্যক্তি তার প্রবল ধারণার উপর নর্ভর করবে। তবে সালাম ফরানোর পর তাকে সহু সজিদা দিতে হবে। [আল-শারহুল মুমতী (৩/৩৮৪) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

আলমেগণ উল্লেখ করেছেন, ভুলক্রমে যে ব্যক্তি সহু সজিদা ছুটে গেছে যদি খুব বেশি বলিম্ব না হয় তাহলে সবে তখন সটো কাযা করে নবিবে। আর যদি দীর্ঘ সময় বলিম্ব হয় তাহলে মুসল্লির উপর থেকে সহু সজিদা আদায় করার দায়িত্ব বাদ যাবে এবং তার নামায সহিহ হবে।

আল-বুহুতি (রহঃ) বলেন:

“কেউ যদি সালামের আগে আদায় করা মুস্তাহাব এমন কোন সহু সজিদা দিতে ভুলে যায়; সবে সহু সজিদাটি যদি ওয়াজবি হয় তাহলে সবে ব্যক্তি ওয়াজবি হিসেবে এটাকে কাযা করে নবিবে। আর যদি অন্য কোন নামায শুরু করে দেয় তাহলে ঐ নামাযের সালাম ফরানোর পর সহু সজিদা কাযা করবে; যদি এর মধ্যে বেশি বলিম্ব না হয়; ওজু না ভাঙলে এবং মসজিদ থেকে বের না হয়। যেহেতু সজিদাটি আদায় করার সময় এখনো আছে। আর যদি প্রথা অনুযায়ী খুব দরৌ হয়ে যায়, কথিবা ওজু ছুটে যায় কথিবা



মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সহু সজিদা আর কাযা করা যাবে না। যহেতু এটি আদায় করার সময় অতবাহতি হয়ে গেছে। তবে তার নামায শুদ্ধ হবে। যমেন অন্য য়ে কোন ওয়াজবি ভুলক্রমে পরতিয়াগ করলেও নামায শুদ্ধ হয়।”[মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৩৫) থেকে সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি এ মাসয়ালার বখান জানে না এমন ব্যক্তি ও জনে ভুলকারী উভয়ের জন্য হুকুম অভিন্ন।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র খণ্ড-২ (৬/১০) তে এসছে-

যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সহু সজিদা ছেড়ে দিয়ে তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে এবং তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে। আর যদি ভুলক্রমে কথিবা অজ্ঞেতাবশত ছেড়ে দিয়ে তাহলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে না। তার নামায সহিহ।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল যে,

যদি কেউ নামাযের রাকাতে বেশি করে কথিবা কম করে এবং সহু সজিদা না দিয়ে তাহলে তার নামায কি বাতলি হয়ে যাবে?

তিনি জবাবে বলেন:

এক্ষত্রে বসিতারতি বশিলষণ প্রয়োজন। যদি সে ব্যক্তি সহু সজিদা দায়ের হুকুম জানার পরও নামাযের মধ্য

ইচ্ছাকৃতভাবে সহু সজিদা না দিয়ে তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। আর যদি অজ্ঞেতাবশত কথিবা ভুলক্রমে সহু সজিদা না দিয়ে তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে...।[নুরুন আলাদ-দারব ফতোয়াসমগ্র থেকে সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।